এরপর যদি একজন বিজেপি কর্মী খুন হন তাহলে থানাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে ঃ সায়ন্তন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ এবার বসকামপুরে মৃত তিন দলিয় কর্মীর বাড়িতে গেলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রথমে তিনি যান ডাভা গ্রামে মৃত দলীয় কর্মী দুলাল কুমারের বাড়িতে। পরে যান ত্রিলোচন মাহাতোর বাড়িতে। সেখানে দুলালের বাবা মহাবীর কুমার ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে দল যে সবসময় তাঁদের পাশে থাকবে, সেই আশ্বাস দেন দিলীপবাবু। মহাবীরবাবু রাজ্য সভাপতিকে বলেন, পঞ্চায়েত ভোটের পরে তাঁর ছেলেকে তৃণমূলের কয়েকজন মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল। তাই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস দুলালকে তৃণমূলের লোকেরা খুন করেছে। দিলীপবাবুকে এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন। একইভাবে ত্রিলোচনের বাবা হাড়িরাম মাহাতো দিলীপবাবুর কাছে বলেন, তাঁর ছেলে কলেজে পড়াশোনা করত। এইসবে বিজেপি করতে শুরু করেছিল। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে তৃণমূলের লোকেরা তাকে মেরে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে। তিনিও ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানান। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পোলিং এজেন্টদের জন্য পরিচয়পত্র নিতে গত ১১ মে বলরামপুর ব্লকে আসার সময় রাস্তায়

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় আমটাড় গ্রামের বিজেপি কর্মী জগন্নাথ টুডু'র। এই ঘটনার পিছনেও শাসকদলের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন তাঁর বাড়িতেও যান দিলীপবাবু। জগন্নাথবাবুর স্ত্রী কোমলি টুডুও তাঁর স্বামীর মৃত্যুর জন্য তৃণমূলকে দায়ী করে সেই ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানান দিলীপবাবুর কাছে। দিলীপ ঘোষ ওই তিনটি পরিবারের লোকজনকে বলেন, ঘটনাগুলি নিয়ে সিআইডি তদন্ত হলেও তাতে বিজেপি দলের বিশ্বাস নেই। তাই দলের পক্ষ থেকে সিবিআই তদন্তের জন্য হাইকোর্টে যাওয়ার ব্যবস্থা চলছে। পরে বলরামপুরের সরাই ময়দানে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, একসময় এই এলাকাতে মাওবাদীদের হাতে অনেক মানুষ খুন হয়েছেন। বর্তমানে সেই পুরনো মাওবাদীদের ডেকে এনে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালাচ্ছে তৃণমূল। অন্যবক্তা দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু বলেন, এরপর যদি একজন বিজেপি কর্মী খুন হন তাহলে থানাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। তবে তৃণমূলের সভাপতি শান্তিরাম মাহাতো বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরিয়েছেন। এখন সেই এলাকাকে ফের অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি।

নবদ্বীপধাম রেলস্টেশন চত্বরে আক্রান্ত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ ঃ নদীয়ার নবদ্বীপ ধাম রেল স্টেশন চত্বরে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতাকে রড দিয়ে মাথায় আঘাত করার অভিযোগ উঠলো কয়েকজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। আহত তরুণ দাসের দাবি, তাঁর একটি দুই ভরি সোনার চেন ও একটি সোনার আংটি দুষ্কৃতীরা নিয়ে পালিয়েছে। মারাত্মকভাবে জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তরুণ দাস। আরও অভিযোগ, জনবহুল এই এলাকায় এই ধরণের ঘটনা ঘটায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা কিভাবে এলাকা থেকে পালিয়ে গেল, সেটা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। জানা গিয়েছে, মারাত্মকভাবে জখম তৃণমূল নেতা তরুণ দাসের বাড়ি নবদ্বীপ শহরের ঝাপানতলায়। মঙ্গলবার আহত তরুণ দাস জানান, সোমবার রাত নয়টা নাগাদ নবদ্বীপধাম রেলস্টেশনের ২নং প্লাটফর্মে বিশেষ কাজের জন্য তিনি গিয়েছিলেন। এখানে যাওয়ার পর

তিনি দেখেন, কয়েকজন যুবকের এক যুবতীর বিতর্ক চলছে। তিনি ওই ধরণের আচরণের প্রতিবাদ করেছিলেন। তারপর শুরু হয় বচসা। তাঁর দাবি, সেই সেইসময় বাড়ি ফিরে আসছিলেন। হঠাৎ রেলস্টেশন জিআরপি অফিস সংলগ্ন টোটো স্ট্যান্ডের কাছে কোনও এক দুষ্কৃতী তাঁকে পিছন দিক থেকে রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে পালিয়ে যায়। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর স্থানীয়রা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। অথচ দুষ্কৃতী কেন পালিয়ে গেল, পুলিশ বা স্থানীয় কেউ তাকে ধরতে কেন এগিয়ে এলো না, সেবিষয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অভিযোগ উঠছে, দিনের পর দিন নবদ্বীপধাম রেলস্টেশন চত্বর দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত হচ্ছে। তরুণবাবু এই ঘটনায় নবদ্বীপ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানান।

নির্দেশ অমান্য করে খড় পোড়ানো চলছে মঙ্গলকোটে, ক্ষতি হবে, জানালো কৃষি দফতর

নিজস্ব সংবাদদাতা, মঙ্গলকোট ঃ বোরো ধান মেশিন দিয়ে কাটার ফলে বাড়তি খড়গুলো জমিতেই পড়ে থাকছে। আর ওই সমস্ত খড় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছেন চাষিরা। ফলে পরিবেশ যেমন দূষিত হচ্ছে তেমনি জমির বন্ধু-পোকা মরে যাচ্ছে এবং ব্যাকটেরিয়ারও ক্ষতি হচ্ছে, ফলে আগামী দিনে জমির উর্বরতা যেমন কমে যাবে তেমনি ধীরে ধীরে পতিত হয়ে যাবে জমি, এমনটাই জানিয়ে দিয়েছেন মঙ্গলকোট কৃষি দফতরের আধিকারিকরা। তবুও শুনছেন না মঙ্গকোটের চাষিরা। প্রতিদিন বোরো ধানের খড়গুলো আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি দফতর সূত্রে জনা গিয়েছে, চাষিদের কাছে বার বার বার্তা দেওয়া হয়েছে ওই খড়গুলো

জমির এক কোণে গর্ত করে জলে ফেলে দেওয়ার জন্য। খড়গুলো পচে গেলে জৈব সার তৈরি হবে, আর ওই জৈব সার জমিতে দিলে জমির উর্বরতা শক্তি যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি ফসলের উৎপাদন অনেকটাই বেড়ে যাবে। একথাটাই মানছেন না চাষিরা, এমনটাই অভিযোগ কৃষি দফতরের। এলাকার শ্রমজীবী মানুষের অভিযোগ যে, আধুনিক প্রযুক্তিতে পাকা ধান মেশিন দিয়ে কাটানোর ফলে স্থানীয় শ্রমিকেরা চরম সঙ্কটের মুখে পড়েছেন। কারণ মেশিন দিয়ে ধান কাটার ফলে এবং ধান গোলায় তোলার ফলে শ্রমিকদের কোনো কাজ নেই। এরফলে কাজ হারিয়ে এখন ভিনদেশে পাড়ি দিতে হচ্ছে স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষদেরকে। এছাড়াও জমিতে খড় পুড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়াতে কৃষি দফতরের নির্দেশ অমান্য করছেন স্থানীয় চাষিরা। নতুন হাটের চাষি সুকান্ত ঘোষ জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত চাষিদের মধ্যে সেরকম কোনও সচেতনতা বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণেই তাঁরা জমিতে পড়ে থাকা খড়গুলো আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছেন। তারপরে চাষবাস করছেন। তিনি জানালেন, চাষিদের মধ্যে এখনো চাষের উর্বরতা এবং চাষের ক্ষতি বিষয়ে কোনো ধারণা নেই, তাই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এলাকায় কর্মশালা করে চাষিদের সচেতন করার উদ্যোগ নিলেই অনেকটাই এই ধরনের খারাপ দিক কমতে পারে। মঙ্গলকোটের কৃষি আধিকারিক জানিয়েছেন, আমরা চাষিদেরকে সচেতন করার জন্য কাজ করব এবং চাষের জমির উর্বরতা শক্তি যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য আমরা মাঝে মধ্যেই সচেতনতামূলক শিবির করে থাকি। পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি কুসুলা চট্টোপাধ্যায় ও মুন্সি রেজাউল হক জানিয়েছেন, চাষিদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং কৃষি দফতরকেও জানিয়েছি। আশা করব স্থানীয় চাষিরা কৃষি দফতরের নির্দেশ মেনে কাজ করবেন।

হুগলি জেলার ১৩ জন কৃতী ও প্রধানশিক্ষককে সম্বর্ধনা

সুভাষ মজুমদার, হুগলি ঃ হুগলির আরামবাগ মহকুমা প্রতিবার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে নজর কাড়ে। এবারেও তার ব্যতীক্রম হল না। বুধবার জেলার ১৩ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি আরামবাগ বয়েজ হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষককে সম্বর্ধনা দিল হুগলি জেলা তৃণমূল ছাত্রপরিষদ। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী তথা তৃণমূলের হুগলি জেলা সভাপতি তপন দাশগুপ্ত, মন্ত্রী অসীমা পাত্র, উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, আরামবাগ সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, জেলাপরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি মেহবুব রহমান, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসত মজুমদার, গোঘাট বিধায়ক মানস মজুমদার, জেলাপরিষদের বিদায়ী পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মনোজ চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের সদস্য নিশেষ ঘোষ, আহ্বায়ক তত্তা জেলা ছাত্রপরিষদের সভাপতি ড. গোপাল রায়, যুব সভাপতি শান্তনু ব্যানার্জী, আরামবাগ চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী প্রমুখ।

মঙ্গলবার হুগলির আরামবাগ শহরে ২৭দিনের পবিত্র রোজা উপলক্ষে আরামবাগ মহকুমা বাস ড্রাইভার এন্ড হেল্পার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটি বস্ত্রদানের আয়োজন করা হয় ইউনিয়নের অফিসে। সেখানে মোট ১৫০ জনকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ড্রাইভার, হেল্পার ও কন্ডাক্টরদের মধ্যে ৫০ জন করে ১৫০জনকে বোনাস প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সম্পাদক সেখ সফিকুল ইসলাম (মেজকা), ১৬-২০ বাস ইউনিয়নের সম্পাদক টুটু ঘোষ, কার্তিক কুণ্ডু, নয়ন সেন, দিলীপ রায় প্রমুখ। নিজস্ব চিত্র

মুর্শিদাবাদের কান্দিতে পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন জনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ গত ২৪ ঘন্টায় মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার তিন থানা এলাকায় দুটি পৃথক পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মোট তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। এঁদের মধ্যে তিনজনই পুরুষ। সকলের দেহ মঙ্গলবার কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করে বাড়ির লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতে কান্দি- সাঁইথিয়া রাজ্য সড়কের উপর কান্দি থানার খড়সা মোড়ে একটি মোটরবাইকের সাথে উল্টো দিক থেকে আসা একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে গুরুতর জখম হন মোটরবাইকের দুই জন। এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। লরিটিকে আটক করা হলেও চালক পলাতক। মৃতদের নাম ইন্দ্রজিৎ মিস্ত্রি (৩৩), সুভাষ দাস (৩১)। দুইজনেরই বাড়ি খড়গ্রাম থানার মহিসার গ্রামে। এছাড়াও মঙ্গলবার সকালে কান্দির ভরতপুর থানার আগ্রাম গ্রামে রাস্তায় খেলা করার সময় ট্রাক্টরে চাপা দেয় ওই শিশুকে। এলাকার বাসিন্দারা উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক শিশুটিকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ওই শিশুর নাম পাপাই দাস (৬)।

দিলীপের আগমণে পুরুলিয়ায় তৃণমূলে ধাক্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জেলায় পা রাখতেই তৃণমূল দলে বড়সড় ভাঙন ধরল পুরুলিয়ায়। পঞ্চায়েত ভোটে জেলা জুড়ে বিজেপির জয়জয়কার দেখে যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুরুলিয়া জেলাকে বিরোধী শূন্য করার ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই আহ্বানে কর্ণপাত না করে বরং বিজেপি দলে যোগ দিয়ে পদ্মফুলের গোড়াকে শক্ত করলেন জেলার রঘুনাথপুর এলাকার একদল তৃণমূল নেতা কর্মী। এদিন বলরামপুরের এক সভায় দিলীপ ঘোষের উপস্থিতিতে তাঁরা গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জেলা তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা তথা দলের জেলার সহ সভাপতি রঘুনাথপুরের বিষ্ণুচরণ মাহাত, রঘুনাথপুর পুরসভার প্রক্তন কাউন্সিলর তথা জেলা যুব তৃণমূলের প্রাক্তন কার্যকরী সভাপতি দীনেশ শুক্লা, রঘুনাথপুর পুরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তথা রঘুনাথপুর শহর কংগ্রেসের সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, কংগ্রেস নেতা বলরাম দেউধরিয়া, তৃণমূল নেতা নবরাজ বাউরিসহ রঘুনাথপুর মহকুমার এলকার কংগ্রেস ও তৃণমূলের একদল নেতা। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। জেলা বিজেপির দাবি, এদিন নবাগতদের সঙ্গে তাঁদের অনুগামী প্রায় ১ হাজার জন বিজেপি দলে যোগ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে মানবাজার এলাকার বেশ কয়েকজন নেতাসহ কয়েক'শ কর্মী পিডিএস দল ছেড়ে এদিন ওই সভায় গিয়ে বিজেপি দলে যোগ দেন।

সিকিম ভ্রমণ ঃ কিছু ভালো আর কিছু মন্দ কথা

শেষ পর্ব

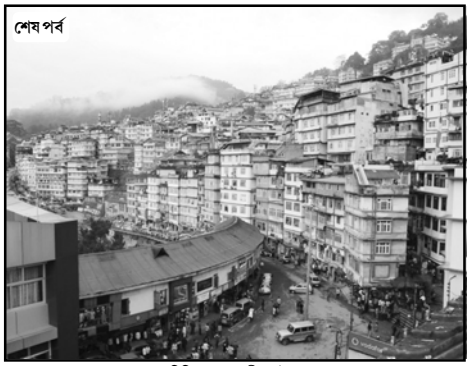

সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক।

দেবাংশু চক্রবর্তী

পরেরদিন ব্রেকফাস্ট করে আমরা রওনা দিলাম নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের উদ্দেশ্যে। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে তৎকাল টিকিট কনফার্ম হয়েছিল। তাই পাহাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্যের মায়া ত্যাগ করে অধঃপতন। স্টেশনে যখন পৌঁছালাম ট্রেন আসতে তখনও প্রায় তিন ঘন্টা। এই অপেক্ষা বড় কষ্টের। তবুও উপায় তো নেই। অগত্যা স্টেশন চত্বর থেকে একটি পলিথিন শিট কিনে ওভারব্রিজের উপর বসে পড়লাম। সিকিম ভ্রমণ শেষে ভাবছি, আসছে বছর আবার হবে, এমন সময় এক ভিখারির দিকে চোখ গেল। তার দুটো পা'ই পঙ্গু। কোনও মতে শরীরটাকে টেনে টেনে ভিক্ষে করে চলেছে। হাতের বাটিতে দেখলাম, সামান্য খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছুই নেই। এই বৈষম্য হয়তো আমাদের দেশের একটা প্রকট চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাইহোক আবার সামনের বছরের জন্য ভাবনা শুরু হল বলা চলে। যাঁরা এধরণের ভ্রমণের একাধিক অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁদের কিছু বলার নেই। কিন্তু যাঁদের নেই তাঁদের জন্য কয়েকটি কথা।

১) কখনও এজেন্টদের মাধ্যমে ট্রেন বা বাসের টিকিট বুক করবেন না। এতে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ।

২) পাহাড় ভ্রমণে সঙ্গে সবসময় কাছে শুকনো খাবার ও জল রাখবেন, কারণ ধস নেমে যেকোনও সময় রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৩) কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ যেমন, ওটু, স্যারিডন, প্যারাসিটামল, সিনারজিন, ডেটল বা স্যাভলন, ব্যান্ডএড, এগুলি সঙ্গে রাখবেন। আর জিওলিন অবশ্যই, কারণ পাহাড়ের জলে অনেকের মারাত্মক ডায়ারিয়া হতে পারে।

৪) যেখানেই যান, সেই জায়গা সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়ে উপযুক্ত জামাকাপড় সঙ্গে রাখুন।

৫) উচ্চতাজনিত কষ্ট থাকলে ১২ হাজার ফুটের উপরে কোনও স্থানে যাবেন না।

৬) হোটেল ও যাওয়ার টিকিট অন্তত ৪ মাস আগে বুক করুন।

৭) বুকিংয়ের আগে হোটেলের মান দেখতে নেটে রিভিউ দেখে নিন।

৮) কোনও রকম অসুবিধে হলে সিকিম পুলিশকে খবর দিন। এঁরা যথেষ্ট উপকারী ও ভদ্র।

৯) সঙ্গে সবসময় আধার কার্ড, অন্তত ৮টি করে পাশপোর্ট সাইজ ছবি, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স রাখবেন।

বাঁকুড়ায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত বৃদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ পথ দুর্ঘটনায় বাঁকুড়ার কালপাথর গ্রামে মঙ্গলবার সকালে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম কিঙ্কর মন্ডল (৮৫)। তাঁর বাড়ি বাঁকুড়া সদর থানা এলাকার কালপাথর গ্রামে। প্রত্যক্ষদর্শী ও সদর থানা সূত্রে জানা গেছে যে, এদিন সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ কিঙ্করবাবু সাইকেলে করে শুনুকপাহাড়ীর দিকে আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন। কালপাথর গ্রামের কাছে একটি গ্যাসের ট্যাঙ্কার পেছন থেকে ধাক্কা মারলে কিঙ্করবাবু সাইকেল থেকে ছিটকে পড়লে তাঁর ওপর দিয়েই ট্যাঙ্কারটির চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই কিঙ্করবাবু মারা যান। এই মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষতিপূরণের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

দক্ষিণবঙ্গে প্রথম বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরে বন্ধ্যাত্ব নিরাময় কেন্দ্র
SUN INFERTILITY CARE UNIT
সান হসপিটাল, ভাঙা কুঠি, বর্ধমান
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার সকাল ১০টা থেকে
বন্ধ্যাত্ব নিরাময় কেন্দ্র
FACILITY :
1. Sperm bank
2. IUI/IVF/ICSI Consultant.
3. Embrio transfer.
4. TVS done.
5. Low Amount.

Mob.-9733391390
8373095423/9851942770
Email-biswajitghoshbiswajit1980@gmail.com